উত্তরন- ৬ তম খণ্ড
(শারদ সংখ্যা) ২০১৬

বিকেলে ভোরের ফুল

-মাধুরী দেব রায়

ঘুম থেকে উঠে রবিঠাকুরের গান দিয়ে দিনটা শুরু করা অলকের বরাবরেরই অভ্যাস। সেদিনও টেপ রেকর্ডারে গান চালিয়ে দিয়ে দ্রুত হাতে ঘরের কাজগুলি গুছিয়ে নিচ্ছিল সে। চাকুরীর সুবাদে আজ দু-বছর যাবত অলক এই মফস্বল শহরেই একা ভাড়া থাকে। দোতলা বাড়িটাতে সে ছাড়াও আরো দু একজন ভাড়াটিয়া থাকে। তাদের সাথে খুব একটা আন্তরিকতা গড়ে উঠার সুযোগ হয়নি আত্মকেন্দ্রিক অলকের। অফিসের পর নিজের ঘরে নিজের মতো সময় কাটাতেই সে ভালোবাসে। হাতের কাজগুলি সেরে টুথব্রাশে পেষ্ট লাগিয়ে দরজাটা খুলতেই একটি মিষ্টি সুবাস তার নাকে মুখে ঝাপটা মারলো যেন। অলক চমকে তাকিয়ে দেখে বছর সতেরো-আঠারোর একটি মেয়ে তার দরজায় দাঁড়িয়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় এতোটাই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল অলক যে কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে বাথরুমে চলে গেলো। ফিরে এসে সে আরো অস্বস্তিতে পড়লো যখন দেখলো, মেয়েটি একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে ভীষণ নার্ভাস বোধ করছিল সে - কি করা যায়, কিই বা বলা যায়।

মেয়েটিই আগ বাড়িয়ে কথা বলে উঠলো - "আমি জেসমিন ত্রিপুরা। এই বাড়িতেই নীচতলায় থাকি। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম।

অলক বরাবরই কোন মেয়ের সাথে কথা বলতে যেমন অ-সহজ বোধ করে। কিন্তু এর প্রতিফলন বাইরে না ঘটিয়ে যতোটা সম্ভব ভারিক্কী ভাবে বলল - বলো কি বলতে চাও ?

আপনি রবীন্দ্র সঙ্গীত খুব ভালোবাসেন, তাই না ?

অলক মনে মনে বলল - এটা বলতেই আসা ! মুখে বলল - হ্যাঁ খুব ভালোবাসি। রবিঠাকুরের গান দিয়ে সকালটা শুরু না করলে আমার সারাদিনের রুটিনে কেমন ছন্দপতন হয়ে যায়। অনেক বছর ধরেই এই অভ্যাসে চলছে আমার জীবন।

আমিও খুব ভালোবাসি। তাই ভোর হতেই আমি কান পেতে রাখি কখন আপনি গান বাজানো শুরু করবেন। এটা এখন আমারও অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে কয়েকমাস যাবৎ। বলতে পারেন আপনিই করিয়েছে এই অভ্যাসটা।

অলক অবাক চোখ তুলে তাকালো মেয়েটির দিকে। এতক্ষণ ভালো করে দেখেইনি মেয়েটিকে। মেয়েটির সারল্যমাখা চোখ দুটির কি আবেদন ! শরীরের গঠন গড়পড়তা মেয়েদের তুলনায় লক্ষণীয়। এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের আভা যেন ফুটে বেরোচ্ছিল তার সমস্ত অস্তিত্ব থেকে। এর সাথে যোগ হয়েছে মেয়েটির বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা। প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়ি মেয়েদের সম্বন্ধে অলকের যে ধারণা ছিল তাতে কোথায় যেন একটা বড়োসড়ো ধাক্কা মারলো মেয়েটি।

অলক স্মিত হেসে বলল - তা অভ্যাসটা নিশ্চয়ই খারাপ নয় -

এ আপনি কি বলছেন ! আমি কি তাই বোঝাতে চেয়েছি না কি ! আসলে আপনি জানেন না, আমাকে কতটা খুশি দিয়েছেন আপনি। যে জিনিসটা আমি প্রতিনিয়ত মিস করেছি এতদিন, আপনার কাছ থেকে অনায়াসে সেটা পেয়ে যাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ আমার ধ্যান, জ্ঞান, প্রাণের সুখ আমার প্রেরণা।

Scanned by CamScanner

আমার মধ্যে বোধের সঞ্চার ঘটিয়েছে রবীন্দ্র সাহিত্য। জীবনকে গভীরভাবে জানতে বুঝতে শিখছি ওনার রচনাবলী পড়ে।

আমি আপনার কাছে একটা আবদার নিয়ে এসেছিলাম - যদি কিছু মনে না করেন, অফিস যাওয়ার সময় টেপ রেকর্ডারটা আর দু একটা ক্যাসেট আমাকে দিয়ে যাবেন ?

অলক মনে মনে অবাক হলেও মুখে বলল - আচ্ছা ঠিক আছে, দিয়ে যাবো।

খুশিমনে জেসমিন চলে গেলে পর অলক অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো - এও সম্ভব ? প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়ে সে, যেখানে শিক্ষার পরিবেশই সঠিকভাবে গড়ে উঠেনি - শিক্ষা সচেতনতা প্রায় নেই বললেই চলে সেখানকার একটি মেয়ে রবীন্দ্র ভাবধারায় এতটা আলোকিত !! তার চিন্তা, চেতনা, অভিব্যক্তিতে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি অলককে মুগ্ধ - বিস্ময়াবিষ্ট করে ফেলল। বেশ কিছুদিন ধরেই অলক লক্ষ করছিল - সকাল বেলায় দোতলার ছাদে ও যখন ব্রাশ করতে যায়, মেয়েটি নিচতলার বারান্দার একটি বিশেষ জায়গা থেকে চুপিসারে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। আজ অলক বুঝতে পেরেছে, মেয়েটি আসলে গান শোনার জন্য ঐ জায়গাটাকে বেছে নিয়েছিল।

এরপর থেকে রোজই অফিস টাইমে সময়মতো টেপটা জেসমিনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে অফিস যাওয়া - ফিরে এসে ওটাকে সঙ্গে করে ঘরে ফেরা অলকের আরেকটা ডেইলি রুটিন হয়ে দাঁড়ালো। বেশ চলছিল এইভাবে। একদিন কথায় কথায় জানতে পারলো অলক - মেয়েটি এই শহরেরই গার্লস স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে কলা বিভাগে পড়াশুনা করে। ৮০-এর দশকে ত্রিপুরায় যখন উগ্রপন্থীর কার্যকলাপ উত্তরোত্তর বেড়েছিল, সেই সময় উঁচু পদের অফিসারদের বিনোদনের জন্য উগ্রপন্থীদের প্রথম নজর পড়েছিল উপজাতি সুন্দরী যুবতীদের উপর। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অনেক পিতাই তাদের কন্যাদের শহরের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। জেসমিনও এই কারণেই "জীবন ত্রিপুরা" স্কুলের পাঠ চুকিয়ে এই শহরের স্কুলে পড়াশুনা করছিল। জেসমিনের বুদ্ধিদীপ্ত চলন বলনের আসল কারণ ছিল, ওইখানকার স্থানীয় স্কুলে চাকুরী করা তার শিক্ষক পিতা। ঐ প্রত্যন্ত এলাকাতেও জেসমিনদের মাটির দেওয়াল বিশিষ্ট টিনের চাল দেওয়া ঘরে শোভা পেত - একটি কাঠের আলমারি ভর্তি রবীন্দ্র রচনাবলী এবং গীতবিতান। পিতার প্রশ্রয়ে এবং তার নিজের আগ্রহে জ্ঞানের আলোকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ছোটবেলা থেকেই জেসমিন। তার মনন-চিন্তন, প্রেরণা, সুখশান্তির আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ। যে কারণে অপরিচিত অলকের ঘরের দরজা পর্যন্ত আসতে সে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

ধীরে ধীরে জেসমিন ও অলকের সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়ে গেলো। সময় পেলেই একসঙ্গে গান শোনা, বিভিন্ন বিষয়ে মন খোলে গল্প করা এগুলি চলত তাদের মধ্যে। কিছুদিনের মধ্যেই এরা উভয়েই একজন আরেকজনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে পরলো। অলক নিজের সম্বন্ধে এগুলি চলতে তাদের মধ্যে। কিছুদিনের মধ্যেই এরা উভয়েই একজন আরেকজনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়লো। অলক নিজের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। কিন্তু জেসমিনের সারল্য, কথা বলা সুন্দর দুটি চোখের সম্মোহনী চাহনি, তার ঠোঁটের কোনে লাজুক হাসি, সব মিলিয়ে অলকের জীবনে ভোরের তাজা হাওয়া যেন বইতে লাগলো ! সে স্পষ্টত বুঝতে পারলো ধীরে ধীরে জেসমিন তার মনে একটা বিশেষ জায়গা দখল করে নিয়েছে। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর, হঠাৎই একদিন অফিস যাবার সময়

Scanned by CamScanner

জেসমিনকে টেপ রেকর্ডারটি দিতে গিয়ে অলক দেখলো, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পরও কোন সাড়া পেলোনা। ভাবিত অলক টেপটি নিজের ঘরে রেখে ক্ষুন্নমনে অফিস চলে গেলো। কিন্তু কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারছিল না। থেকে থেকে জেসমিনের মুখটা মনে পড়ছিল। ওর এই আচরণের কারণ সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। মাঝে আবার সে ব্যক্তিগত কারণে একটু ব্যস্তও হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এঁর সঙ্গে জেসমিনের আচরণের কোন সাযুজ্য সে খুঁজে পেলোনা। এটা ঠিক, জেসমিনের প্রাণ চঞ্চলতা, অকারণে হেসে উঠা, সারল্য অলকের মনে একটা ভালো লাগা তৈরী করেছে। কিন্তু জেসমিন ?? অনেক ভেবেছে অলক - কখনো মনে হয়েছে জেসমিনকে নিজের সব কথা বলে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে - যদি ও ব্যাপারটার অন্য মানে বের করে বসে - যদি বলে বসে, আমার ঘরে ওর আসাটাকে, সময় কাটানোটাকে আমি অন্য অর্থে নিয়েছি - যেটা ওর ভাবনার অতীত ছিল !!! তাহলে অলকের প্রস্তুতের শেষ থাকবে না। কিন্তু জেসমিনের এইভাবে চুপ হয়ে যাওয়াটাকে অলক মেনে নিতে পারছে না কিছুতেই। বুকের ভেতরে কেমন একটা খচখচানি তাকে সুস্থিরে থাকতে দিচ্ছে না।

সেদিনটা ছিল রবিবার। অলক অলসমনে গান শুনতে শুনতে প্রাত্যহিক কাজগুলি সারছিল। ভরাট কণ্ঠে তখন গান চলছিল - "আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো / তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো" কিছু একটা করতে গিয়ে অলকের নজর পরেছিল দরজায়। দরজাটা ধরে দাঁড়িয়েছিল জেসমিন। কিন্তু, একি চেহেরা হয়েছে জেসমিনের ! ঝড় বয়ে যাওয়ার পর প্রকৃতির যে বিপর্যস্ত অবিন্যস্ত রূপ চোখে পড়ে, এই হাল এখন ওর। দু চোখের পাতা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল গাল বেয়ে। অলকের বুকের ভিতরের পাঁজরে ব্যথার এক ঢেউ উঠলো যেন। কিছু বুঝে উঠার আগেই জেসমিন দৌঁড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো অলকের বুকের মধ্যে। শিশুর মতো দুহাতে আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে। ঘটনার আকস্মিকতায় অলক একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলো। কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। নেপথ্যে সেই কণ্ঠ তখন গাইছিল - "তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও..." জেসমিন এভাবে কাঁদে না - আমাকে বলো কি হয়েছে তোমার - কেন এতোদিন আমার সাথে কথা বলনি - আমি কি কোন ব্যাপারে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি - খুলে না বললে আমি কি করে বুঝব বল।

জলভরা চোখ দুটি তুলে জেসমিন অলকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল - আপনি বিবাহিত, এক মেয়ে আছে, একথা আগে বলেননি কেন আপনি ?

অলক যেন আকাশ থেকে পড়লো জেসমিনের অভিযোগ শুনে। মুখে বলল - এই ব্যাপারে তুমি কোনোদিন কিছু জিজ্ঞেস করোনি - আমি নিজে থেকে বললে তুমি কি মনে করতে - এই সাতপাঁচ ভেবেই বলিনি। তাছাড়া জেসমিন আমার মতো চুয়াল্লিশ বছরের একটা লোক সতের বছরের একটা মেয়েকে এই কথা আগ বাড়িয়ে বলে কি করে। বয়সের এই ব্যবধানটা তোমার মনে থাকবে না - এটা আমি মনে আনি কি করে বলোতো ! এই বয়সে কেউ সাধারণত অবিবাহিত থাকে না, এটা তুমি বুঝবে না এ আমার বোধগম্য হয়নি। কিন্তু তুমি এতোটা ভেঙ্গে পড়লে কেন ? কেনই বা এতোদিন আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে ?

আপনার বউ মেয়ে এই বাড়িতে এসেছিল - আমি দেখেছি - ওরা বলল, এখানে ওরা

Scanned by CamScanner

আপনার আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছে - এই ঘর ছোট হওয়ায় মেয়ে নিয়ে থাকতে পারবে না বলে ঘরে কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেছিল। আপনিও তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন - আমি কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। খুব মন খারাপ হয়ে গেছিল আমার। আমি নিজেও জানিনা, কখন কিভাবে আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। খুব ভেঙ্গে পড়েছিলাম আমি ---

অলক আলতো ভাবে জেসমিনের কান্নাভেজা মুখটা নিজের দুহাতের তালুতে ধরে খুব গাঢ়স্বরে বলল - অজান্তেই তোমাকে অনেক বড়ো দু:খ দিয়ে ফেলেছি জেসমিন। আমাকে ক্ষমা করে দিও।

আমি সব সামলে উঠবো, যদি একটি কথার সত্যি জবাব দেন -

বলো, বলো জেসমিন - সত্যি জবাবই দেবো। আজ আর কিছু লুকোবনা তোমার কাছে।

আপনি যদি অবিবাহিত হতেন, তাহলে কি আমায় বিয়ে করতেন ?

এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে অলকের মুখ থেকে হাঁ বেরিয়ে এলো। আমিও তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি জেসমিন। তুমি আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছ। তোমার সাথে কথা না বলে, তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারিনা। বিগত ক'দিন তোমার এই ভাবে আমাকে এড়িয়ে চলা, বিশ্বাস করো খুব কষ্ট পেয়েছি আমি।

জেসমিন পরিপূর্ণ এক তৃপ্তির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অলকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। পাওয়া - না পাওয়ার এক অদ্ভুত আবেগের ছায়া খেলা করছিল জেসমিনের মুখাবয়বে। সেই অবস্থাতেই রুদ্ধকণ্ঠে সে বলে উঠলো, আমার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট - আপনার ভালোবাসা আমি পাথেয় করে নিলাম। আপনি ভালো থাকলেই আমি খুশি থাকবো। আর কিছু না বলে সন্তর্পণে অলকের হাত দুটি সরিয়ে ধীরে ধীরে জেসমিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো ---

"আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমার পরাণ যাহা চায় ....."

Scanned by CamScanner